ধর্ম্মঘটে চাঁদের হাট

শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস প্রণীত

—ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ—
মহাজাতি পাবলিশিং কোম্পানী
১৬৮।১ সি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য এক আনা

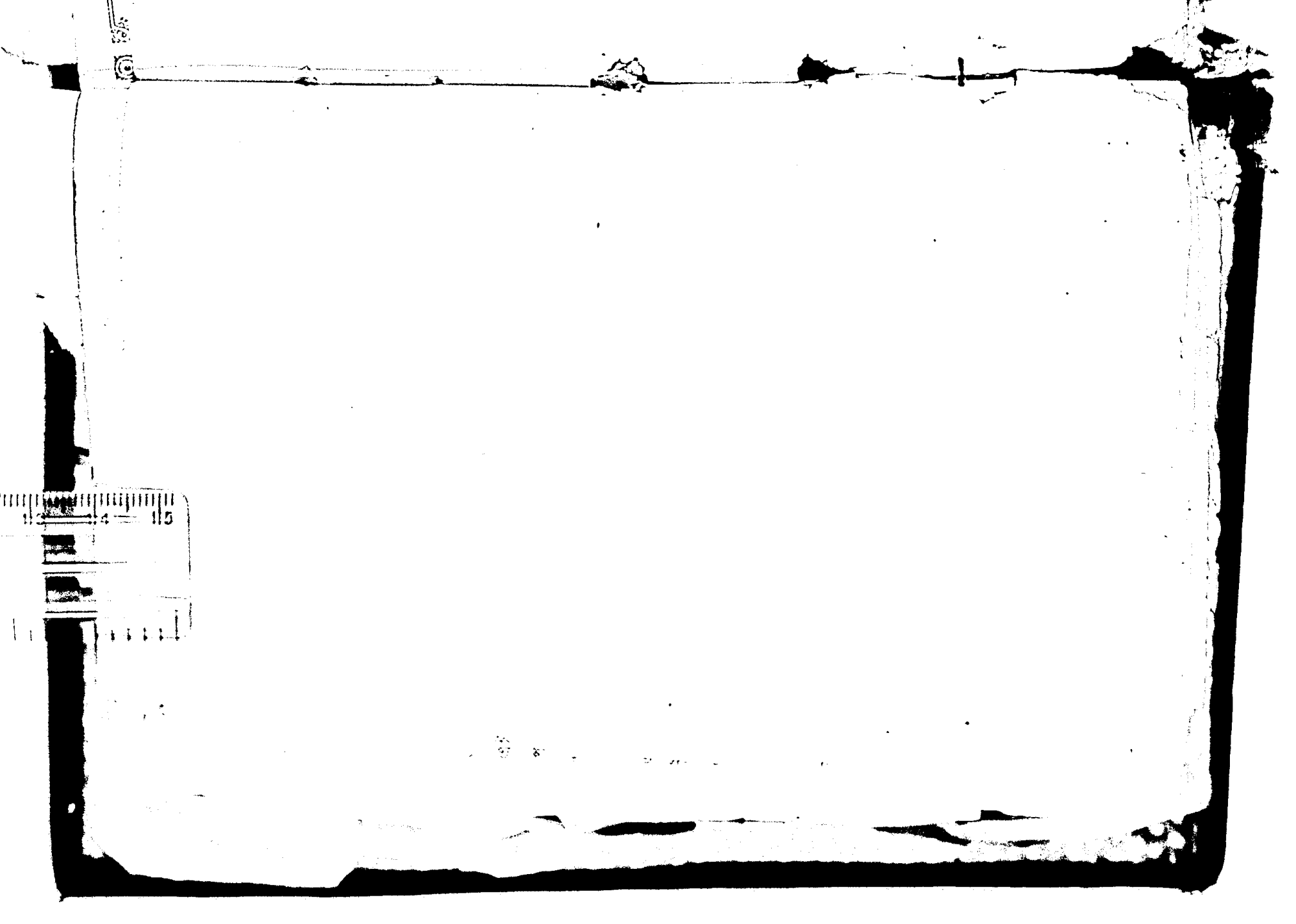

ধর্ম্মঘটে—চাঁদের হাট

ধর্ম্মের ঘট স্থাপন ক'রে ন্যায়ের দাবীর দ্বন্দ্ব,
ট্রামগাড়ীর ঘড়র্ ঘড়র্ বাসের ভেঁপু বন্ধ।
খটাং খটাং ঘণ্টা নীরব চলেনা ট্রামগাড়ী,
বাবুরা হেঁটে অফিসে যান্ হেঁটেই ফেরেন বাড়ী।
বাস-ড্রাইভার পিট্‌ছে তাস চালায় ধর্ম্মঘট,
বেতো বাবুদের পরাণ-পাখী কর্‌ছে ঝট্‌পট!
অফিস-করা কি মুস্কিল নিত্য হেঁটে যাওয়া,
ঠ্যাং চলেনা অনভ্যাসে সেরে নাওয়া-খাওয়া।
তার ওপরে সকাল সকাল চাই রান্নাভাত,
গিন্নী রেগে পাঁপরভাজা—নাই দশটা হাত!
বাবুর হুকুম মান্‌বেনাকো গিন্নীরা বাঁধে জোট,
তারাও নাকি ধর্ম্মঘট চালাবে এক চোট!
অন্তঃপুরের অন্ধকারে রয়েছে কোণ-ঠাসা,
কর্ত্তাবাবুদের চোখে ঠুসি বিচার কর্‌ছে খাসা!
খেটে খেটে গতর তাদের হয়েছে কালিমাখা,
লম্বা কোঁচা দোলায় বাবু চশমায় চোখ ঢাকা।
খুন্তী নেড়ে বাট্‌না বেটে করে রান্না তারা,
গপাস্ গপাস্ গিলে বাবুরা গোঁকে দিচ্ছে চাড়া।

আগুন-তাতে জীবন কাটে শ্রমের সীমা নাই,
ছেলে-পুলের গু-মুত কাটে সংসার সাজায় ভাই।
সকালবেলায় চা ক'রে দেয় বিকেলে জলখাবার,
কতই তারা মর্‌ছে খেটে বল্‌তে হ'বে আবার!
গা টিপে দেয় পা টিপে দেয় পান সেজে দেয় খেতে,
পাখার বাতাস কর্‌ছে কত প্রাণ জুড়িয়ে দিতে।
তাদের কথা ভাবে ক'জন কাজের মূল্য ছায়?
এবার দাবী বচার তাদের কর্‌তে হ'বে ন্যায়।
ঈদের বোনাস্ পূজোর বোনাস্ ভালই দিতে হ'বে,
শাড়ী নেক্‌লেস জম্‌কালো চাই তবে রান্নাভাত পাবে।
নইলে হ'বে ধর্ম্মঘট সব গেরোস্তোর বাড়ী,
গিন্নীরা ঢুকে রান্নাঘরে ধর্‌বে না আর হাঁড়ি।
ট্রামের শ্রমিক ন্যায়ের দাবী করছে তারা আজ,
তারাই করে খেটে-খুটে কোম্পানীর সব কাজ।
লক্ষ লক্ষ টাকা আয় ট্রাম কোম্পানীর হয়,
কি পুরস্কার পাচ্ছে শ্রমিক আনন্দে তারা রয়?
তাই চালাচ্ছে ধর্ম্মঘট করছে ন্যায়ের দাবী,
আফিসের বাবু দু'দিন না হয় খাবেই একটু খাবি।
গিন্নীরা বলেন, আমাদেরো দাবী মান্‌বে নাকো যারা,
টাইম ধ'রে আর রান্নাভাত কক্ষণো পাবেনা তারা।
হটেলে ঢুকে পাচন গিলে আফিসে যেতে হ'বে,
গিন্নীর সেবা আরামের সুখ শান্তি নাহি রবে।

(৫)

শ্রীমতীদের ধর্ম্মঘট—বস্‌বে চাঁদের হাট,
বাবুরা শুনে আঁত্‌কে ওঠে, ভয়ে শুকিয়ে কাঠ।

———

বাবুর দুর্গতি

আফিসের এক বাবু—অম্লরোগে বেজায় কাবু—খেয়ে কাটাচ্ছেন জলসাবু। বাতে আবার খোঁড়া—এত ছিল না পয়সা, কিনে চালাবেন গাড়ী ঘোড়া। ট্রামে 'বাসে'ই যান্—আফিসে ঢুকে চেয়ারে বসে' পান চিবিয়ে খান—সিগারেটে দেন টান। নিত্য সাহেব দেখ্‌তে পান—রাইট টাইমে আসেন বাবু লেট টাইমেই বাড়ী যান!

বন্ধ হ'ল ট্রাম—বাবুর ছুট্‌লো গায়ে ঘাম। বন্ধ হ'ল বাস—বাবুর এ কি সর্ব্বনাশ! তখন দিলেন বাবু মাথায় হাত—বেতোরোগী হ'লেন কূপোকাৎ! তারপরে আবার গিন্নি বলেন, কে রাঁধবে ভাত? অত সকালে পার্‌বো না বলে' তিনি বিছানায় চিৎপাত। বাবু তখন ভাব্‌তে থাকেন, কি মুস্কিলেই পড়া গেল—অবশেষে পান্তা খেয়েই আফিসে বেরোন্ উপায় কি বল?

বাবু রাস্তায় গিয়ে ডাকেন রিক্সা একটা। রিক্সাওয়ালা বলে, চাই টাকা পাঁচটা। শুনে বাবুর আক্কেল গুড়ুম্! মুখটা করেন কুমোরটুলির তোলোহাঁড়ির মত গুম্! বাবু তখন ডাকেন একটা ঘোড়গাড়ী—কোচম্যান বলে, বাবু! দশটি টাকা পেলে আমি পৌঁছে দিতে পারি। বাবুর মুণ্ডু গেল ঘুরে—প্রাণটা গেল উড়ে—লাঠি ঠক্ ঠক্ ক'রে একটু হেঁটেই যেমেন দূরে।

আফিস বড় দূর—খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে যেতে খানিক মাথায় লাগে ঘুর। লেট ক'রে বাবু অফিসে যেতে কিছুতেই রাজি নয়—সাহেবের কাছে মুখ দেখাবেন কেমন ক'রে হায়! সামনে দেখেন ঠেলাগাড়ী, ডাকেন তাড়াতাড়ি—ঠেলাগাড়ী-ওয়ালা বলে, বাবু চার টাকাতে পারি!

সময় যাচ্ছে কেটে—বাবু রাজি হ'লেন রেগে ফেটে। ঠেলাগাড়ীতে ওঠেন তখন চল্‌ল নিয়ে ঠেলে—ঠেলাগাড়ীওয়ালা বাবুকে ধরে' অফিসে দিল তুলে।

সাহেব বেজায় খুসি—মুখে ধরে না হাসি। ঠিক টাইমে হাজির বাবু, একটুও লেট নয়—সেলাম ঠুকে বাবু বলেন, ফাঁকি দেব না নিশ্চয়। সাহেব বলেন, বাবু তুমিই প্রিয় ভক্ত—আমার বুকের রক্ত!

অফিসের ছুটী হ'ল—রাস্তায় এসে আবার বাবুর মুখ শুকিয়ে গেল। সেই বাস নাই—সেই ট্রাম নাই—যানবাহনের বাজারটা খাঁই খাঁই—বাবু ভাবেন, কেমনে বাড়ী যাই?

(৭)

মিলল একটা ঝাঁকা মুটে—দুই টাকাতে রফা ক'রে তাতেই তখন উঠে, ঝাঁকায় চড়ে' চলেন বাবু বাড়ীর পানে ছুটে।

রাস্তায় ছিল দুষ্টু ছেলে—জুট্‌লো দলে দলে। মুটের ঝাঁকায় দেখে বাবুকে ইট পাটকেল ছোড়ে—সবাই তাড়া করে। ঝাঁকায় ছিল দুর্গন্ধভরা চট—তাই মুড়ি দিয়ে বাবু মুটেকে বলেন, ব্যাটা চল্‌রে চট্‌পট্। রাগে বাবু মাথার চুল ছেঁড়েন পটাপট—এ কী সর্ব্বনেশে ধর্ম্মঘট!

মুটে পৌঁছুল বাড়ীর দোরে—সেখানে ছিল একটা কলার খোসা পড়ে'। মুটের পা পড়্‌লো তাতে—পারলো না সে সাম্‌লাতে। পা পিছ্‌লে ঝাঁকা সমেত পড়্‌লো আছাড় খেয়ে—কুমড়ো যেন গড়ান্ বাবু ঠিক্‌রে বাড়ীর উঠোনে গিয়ে। গিন্নী তখন ছুটে এসে অস্থির রেগে কেঁপে—স্বর্গে কিম্বা মর্ত্ত্যে বাবু, দেখেন নাড়ী টিপে।

———

মহাজাতি সাহিত্য মন্দিরের

—অন্যান্য পুস্তকাবলী—

১। ভাতের হাঁড়ি—যমের বাড়ী, ২। যমরাজার বাঙলায় আগমন, ৩। [illegible] ভাতে, ৪। শ্যামের বাঁশী বা সাইরেন, ৫। কণ্টোলের [illegible], ৬। মহাযুদ্ধের সাক্ষীগোপাল, ৭। হিটলারের নরমেধ-যজ্ঞ, ৮। [illegible] আগুন, ৯। ভারতমাতার বস্ত্রহরণ, ১০। নেতাজীর অমর কীর্ত্তি, ১১। আজাদ হিন্দ ফৌজ, ১২। নেতাজীর জন্মোৎসব, ১৩। ধর্ম্ম-ঘটে চাঁদের হাট, ১৪। বিশ্বশান্তির ডুগ্‌ডুগি, ১৫। জয় হিন্দ, ১৬। আজাদ হিন্দ নেকড়ে বাঘ, ১৭। পেট শাসন-ভুড়ি অপারেশন, ১৮। নেতাজীর পলায়ন কাহিনী ১ নং, ১৯। নেতাজীর পলায়ন কাহিনী ২ নং ২০। গৃহযুদ্ধ, ২১। বিষাদ-সিন্ধু, ২২। বউ কথা কও, ২৩। ঐ রে ঐ রাক্ষুসী আবার নাচ্‌তে নাচ্‌তে আসে, ২৪। ভারত ছাড়ো, ২৫। নোয়াখালীতে আগুন জ্বলে হিন্দুরা যায় রসাতলে প্রত্যেকখানি এক আনা। ২৬। এ্যাটম বোমার শতনাদ—৵০ ২৭। রক্তগঙ্গা ১নং ৵০ ২৮। ঐ ২নং ৵০ উক্ত ২৮খানি পুস্তক একত্রে ডাকমাশুলসহ ভিঃ পিঃতে ২।০ নয় সিকা মাত্র।

বাঙালী মেয়ের আকাশ যুদ্ধের ভয়াবহ কাহিনীর পুস্তকখানি বাহির হইল—মূল্য দেড় টাকা, ভিঃ পিঃতে সাত সিকা। দেশ সেবায় পুণ্য দেশ জননী ধন্য—এত সুন্দর পড়িবার মত বড় আকারের গল্প পুস্তক বাজারে বিরল।—মূল্য ৩৲ তিন টাকা। বড় ঘরের বউ (রাজপথে ট্রেনে নিয়ে এলো এক শয়তান—তারপর কি তার জীবনের পরিণতি পাঠ করিলে হৃদয় অভিভূত হইয়া পড়ে।)—মূল্য ৩॥০ সাড়ে তিন টাকা।

প্রিণ্টার—শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক "সরস্বতী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্"
১৮।১ সি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।